দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 21 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ কলাম ... ৬ ...

মন্ত্রিসভায় বাংলা একাডেমী আইনের খসড়া অনুমোদন

□ বাসস

মন্ত্রিসভা নতুন দায়িত্ব সংযোজনসহ বিদ্যমান আইন সময়োপযোগী করতে 'বাংলা একাডেমী আইন ২০১২'র খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠক শেষে কেবিনেট সচিব এম মোশাররফ হোসেইন ভূঁইয়া সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সালের বাংলা

পৃঃ ২০ কঃ ৩

মন্ত্রিসভায় বাংলা একাডেমী

২৪-এর পৃষ্ঠার পর

একাডেমী অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সালে সংশোধন করা হয়। এটি ছিল ইংরেজিতে। এবারের প্রস্তাবিত আইনটির ভাষা হচ্ছে বাংলা। কেবিনেট সচিব বলেন, প্রস্তাবিত আইনে আইনি কাঠামোর আওতায় একাডেমীকে নতুন দায়িত্ব দেয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে- বাংলা বানান পদ্ধতির (প্রমিত বাংলা ব্যবহার) উৎকর্ষকরণ, একাডেমীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া এবং অবার উন্নয়নে বিদেশি লেখক ও গবেষকদের আমন্ত্রণ জানানো। এছাড়া প্রস্তাবিত আইনে বাংলা একাডেমীতে চেয়ার ও ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক পদক প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হবে।

দেশে রাবার শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি এর চাষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা 'বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন-২০০২' এর খসড়াও অনুমোদন করেছে। ভূঁইয়া বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নে এই প্রস্তাব অনুযায়ী একজন পূর্বকালীন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। এই বোর্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, বন বিভাগ এবং রাবার চাষী ও উদ্যোক্তা ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। বোর্ড চেয়ারম্যান হবেন সরকারের একজন যুগ্ম সচিব। কেবিনেট সচিব বলেন, এই আইনের বাস্তবায়ন রাবার চাষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মন্ত্রিসভা উভয় দেশের সরকারি ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসার দাবি পরিত্যাগের বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাবেও সম্মতি দিয়েছে। চলতি বছরের ২৬ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দোহায় অনুষ্ঠিত কিয়োটো প্রকৌশল এবং জলবায়ু সংক্রান্ত জাতিসংঘ অবকাঠামো কনভেনশন-এর ১৮তম কনফারেন্স অব পার্টিস (সিওপি)-এ পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর অংশগ্রহণ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়। তাছাড়া মন্ত্রিসভাকে কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত গ্রীন এনার্জি সামিটে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর প্রতিমন্ত্রীর জাপান সফর বিষয়ে অবহিত করা হয়। বৈঠকে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সচিবগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।